বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন

BANGLADESH WUSHU FEDERATION

আদর্শ গঠনতন্ত্র

IDEAL CONSTITUTION

অনুচ্ছেদ ০১ ঃ শিরোনাম ও এলাকা

১.১ পরম করুণাময় আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া উশু, কুংফু, উইং চুন ও লায়ন ড্রাগন-এর সার্বিক উন্নতিকল্পে এই গঠনতন্ত্র রচিত হইল। এই সংস্থার নাম **'বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন'** সংক্ষেপে **'বাউফে'** নামে অভিহিত হইবে। বাংলাদেশের সকল অঞ্চল বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের আওতাধীন থাকিবে। ইহার কার্য এলাকা বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্ব।

১.২ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সকল সংস্থার অন্তর্ভুক্ত (বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন,আর্ন্তজাতিক উশু ফেডারেশন,উশু ফেডারেশন অফ এশিয়া, সাউথ এশিয়ান উশু ফেডারেশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। উশু, ট্রেডিশনাল উশু, কুংফু এবং উইং চুন খেলা বর্তমান বিশ্বের একটি অত্যাধুনিক ও বৈজ্ঞানিক আত্মরক্ষামূলক চাইনিজ মার্শাল আর্ট খেলা হিসেবে পরিচিত যা অলিম্পিক গেমস,,এশিয়ান গেমস, সাউথ এশিয়ান গেমস, আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত।

অনুচ্ছেদ ০২ ঃ সংজ্ঞা

২.১ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই গঠনতন্ত্রের নিম্নোক্ত শব্দগুলির মাধ্যমে পার্শ্বে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ০৩ ঃ পতাকা ও লোগো

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে অত্র ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা ও লোগো থাকিবে, যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৪ ঃ সদর দপ্তর

বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের সদর দপ্তর রাজধানীর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৫ ঃ ফেডারেশনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য

৫.১ খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য ও সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরি করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের জন্য পদক অর্জন করিয়া দেশ ও বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করা।

৫.২ সমগ্র দেশব্যাপী সকল প্রকার খেলার আয়োজন/প্রচার/প্রসার/সম্প্রসারণ/মানোন্নয়ন করা। যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করে মেধাবী ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা, একটি সুস্থ্য ও সবল জাতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে শরীরচর্চার প্রতি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব সৃষ্টি করা।

৫.৩ "খেলা" বলিতে আন্তর্জাতিক উশু ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত/স্বীকৃত উশু, ট্রেডিশনাল উশু, কুংফু, উইং চুন মার্শাল আট ও লায়ন ড্রাগন খেলা বুঝাইবে।

৫.৪ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংশ্লিষ্ট জেলা ও অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও স্বীকৃতি পাওয়া।

৫.৫ উশু, ট্রেডিশনাল উশু এসোসিয়েশন, কুংফু এসোসিয়েশন, উইং চুন এসোসিয়েশন, লায়ন ড্রাগন এসোসিয়েশন এবং জেলা উশু এসোসিয়েশন/ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থা সমূহকে সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৫.৬ বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত ক্লাব, জেলা কমিটি, উপ-কমিটি, সকল জেলা উশু এসোসিয়েশন, ট্রেডিশনাল উশু এসোসিয়েশন, কুংফু এসোসিয়েশন, উইং চুন এসোসিয়েশন, লায়ন ড্রাগন এসোসিয়েশন, প্রশিক্ষক এসোসিয়েশন, রেফারী এসোসিয়েশন, নারী উন্নয়ন কমিটি, খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি ও ক্লাব সমূহের কমিটি ও তাহাদের কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

৫.৭ উশু, ট্রেডিশনাল উশু, কুংফু, উইং চুন, মার্শাল আর্ট এবং লায়ন ড্রাগন খেলার প্রচার, প্রসার, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রন বজায় রাখা।

৫.৮ বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মাবলী (বাইল'জ) প্রনয়ণ করা (যা মান্য করা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক)।

৫.৯ গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিধি/উপবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক নহে এমন জরুরি আইন প্রণয়ন করা।

৫.১০ এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলা নিশ্চয়তা বিধান করা এবং মতবিরোধ দূরীকরণে সহায়তা করা।

৫.১১ উপরে বর্ণিত আইনের সহায়ক হইতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যবিধি ও বাংলাদেশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনাবলী সংগ্রহ করা।

৫.১২ প্রবীন ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের স্মৃতি সংরক্ষন করা।

৫.১৩ জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও আয়োজন করা।

৫.১৪ দেশব্যাপী জেলা কমিটি গঠন ও ক্লাব নিবন্ধনপূর্বক সংশ্লিষ্ট খেলার ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.১৫ উশু, কুংফু, উইং চুন, লায়ন ড্রাগন এবং সংশ্লিষ্ট খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণিকা, সাময়িকী প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

৫.১৬ বিভিন্ন খেলাধুলা অথবা আন্তর্জাতিক খেলার ব্যবস্থা করে অর্থ সংগ্রহ করা।

৫.১৭ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উশু, ট্রেডিশনাল উশু, কুংফু, উইং চুন ও লায়ন ড্রাগন খেলার উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা।

৫.১৮ উশু ফেডারেনের প্রতিষ্ঠাতা/প্রধান প্রশিক্ষকগণ কর্মকর্তা যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফেডারেশন গঠিত/উন্নতি/অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে তাঁদের তালিকা সহ স্মৃতি ছবি ফেডারেশন কার্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৫.১৯ জাতীয় উশু দলের বিদেশে অথবা দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য দল বাছাই, গঠন ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করা এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করা।

৫.২০ দেশব্যাপী উশু, ট্রেডিশনাল উশু, কুংফু, উইং চুন এবং লায়ন ড্রাগন খেলোয়াড়, রেফারী ও কোচদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫.২১ ফেডারেশনের স্বার্থ সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ক্রীড়ার স্বার্থে ব্যবহার ও তা বিলি করা।

৫.২২ দরিদ্র/মেধাবী/প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়/সংগঠক/রেফারী/প্রশিক্ষকগণকে আর্থিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৫.২৩ ফেডারেশনের সাথে সংযুক্ত এসোসিয়েশন/ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন সমূহকে কারিগরী সাহায্য/মঞ্জুরী এবং সম্ভাব্য সুবিধাদি প্রদান করা।

৫.২৪ তৃণমূল পর্যায়ে উশু খেলা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সমন্বয়ে উপজেলা উশু এসোসিয়েশনের কমিটি গঠন করা এবং ক্লাব কাপ উশু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৫.২৫ সর্বোপরি খেলাধূরার মাধ্যমে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ায় ভূমিকা রাখা।

অনুচ্ছেদ ০৬ ঃ এফিলিয়েটেড সদস্য

৬.১ এফিলিয়েটেড সদস্য বলিতে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, সার্ভিসেস দল ও বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃত উশু, ট্রেডিশনাল উশু এসোসিয়েশন, কুংফু এসোসিয়েশন, উইং চুন এসোসিয়েশন, লায়ন ড্রাগন এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ উশু খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি, প্রশিক্ষক এসোসিয়েশন, বিচারক এসোসিয়েশন, অনুমোদিত ক্লাব বা সংস্থাকে বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ০৭ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ

৭.১ 'নির্বাহী পরিষদ' বলিতে বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদকে বুঝাইবে।

৭.২ খেলোয়াড় বলিতে যে কোন পুরুষ বা মহিলা ইন্টারন্যাশনাল উশু ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী উশু, কুংফু ও উইং চুন মার্শাল আর্ট বা লায়ন ড্রাগন খেলিলে তাহাকে ঐ ইভেন্টের খেলোয়াড় বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ০৮ ঃ সাধারণ পরিষদ

৮.১ সাধারণ পরিষদ বলিতে ফেডারেশন অধিভুক্ত সব সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বুঝাইবে।

৮.২ অনুচ্ছেদ ৯.১ -এ উল্লেখিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডিশনাল উশু এসোসিয়েশন, কুংফু এসোসিয়েশন, উইং চুন এসোসিয়েশন, লায়ন ড্রাগন এসোসিয়েশন, জেলা উশু এসোসিয়েশন, প্রশিক্ষক এসোসিয়েশন, রেফারী এসোসিয়েশন, খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি, ক্লাব ও জেলা কমিটি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন ইউনিট ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী ৪ বছরে ২টি জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা ও ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে সরাসরি সংযুক্ত থাকিবে এবং একজন করিয়া প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

অনুচ্ছেদ ০৯ঃ সংযুক্ত (এফিলিয়েটেড) সংগঠনসমূহ।

৯.১.১ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৯.১.২ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৯.১.৩ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৯.১.৪ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৯.১.৫ বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড।

৯.১.৬ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৯.১.৭ বাংলদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৯.১.৮ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

৯.১.৯ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।

৯.১.১০ সকল সিটি কর্পোরেশন।

৯.১.১১ বিজেএমসি ক্রীড়া সংস্থা।

৯.১.১২ সরকারি ব্যাংক সমূহ।

৯.১.১৩ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৯.১.১৪ সকল শিক্ষা বোর্ড।

৯.১.১৫ সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়।

৯.১.১৬ সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা।

৯.১.১৭ সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ।

৯.১.১৮ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত ক্লাব সমূহ।

৯.১.১৯ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত সকল জেলা উশু এসোসিয়েশন।

৯.১.২০ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ ট্রেডিশনাল উশু এসোসিয়েশন।

৯.১.২১ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ কুংফু এসোসিয়েশন।

৯.১.২২ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ উইং চুন এসোসিয়েশন।

৯.১.২৩ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ লায়ন ড্রাগন এসোসিয়েশন।

৯.১.২৪ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ প্রশিক্ষক এসাসিয়েশন।

৯.১.২৫ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ রেফারী এসোসিয়েশন।

৯.১.২৬ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন কমিটি

৯.১.২৭ ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ উশু খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি।

৯.১.২৮ সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

৯.২.১ উপর্যুক্ত সংস্থা সমূহ (অনুচ্ছেদ-৯.১-এ বর্ণিত) ছাড়া অন্যান্য এসোসিয়েশন/সংস্থা/সংগঠন যাহারা যে কোন চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণে আগ্রহী হইবে তাহাদেরকে ফেডারেশনের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৯.২.২ উল্লিখিত সংস্থা সমূহ নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিবে। কোন সংস্থা পর পর ০৩ (তিন) বছর এফিলিয়েশন ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে তাহার এফিলিয়েশন বাতিল হইবে। সেক্ষেত্রে বকেয়া ফি পরিশোধ করিয়া এফিলিয়েশন নবায়ন করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ ১০ ঃ সাধারণ পরিষদের সদস্যের যোগ্যতা

১০.১ অত্র ফেডারেশনের সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে নির্বাচনে কাউন্সিলর হইবেন।

১০.২ যে সকল সংস্থা ভোট দেয়ার অধিকার রাখে এমন সংস্থা হইতে ভোট দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১০.৩ জাতীয় পুরষ্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক/পৃষ্ঠপোষক এবং দানশীল ব্যক্তিদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সাধারণ পরিষদের জন্য ০২ (দুই) জনকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করিবেন।

১০.৪ বাংলদেশ উশু ফেডারেশন কর্তৃক শাস্তি প্রদান ও বহিষ্কৃত ব্যক্তি শাস্তি কিংবা বহিষ্কারাদেশ বলবৎ থাকা অবস্থায় সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না।

১০.৫ বাংলদেশ উশু ফেডারেশন ও রাষ্ট্রের নিয়ম শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে লিপ্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত/উন্মাদ ব্যক্তি/বিদেশী নাগরিক সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না।

১০.৬ (বর্তমান) কোন খেলোয়াড় সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ ১১ ঃ সাধারণ পরিষদের কার্যকালঃ

১১.১ বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের কার্যকাল ৪ (চার) বছর মেয়াদী হইবে।

অনুচ্ছেদ ১২ ঃ সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি।

১২.১ ফেডারেশনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ও অনুমোদন দেওয়া।

১২.২ গঠনতন্ত্র/বিধি/উপবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন/পরিবর্তন, পরিবর্ধনে সহায়তা প্রদান করা।

১২.৩ ফেডারেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন/উন্নয়নে সহায়তা করা।

১২.৪ ফেডারেশনের বাৎসরিক আয় ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুমোদন দেওয়া।

১২.৫ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।

১২.৬ সাধারণ পরিষদ/নির্বাহী পরিষদ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করিবে।

অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ সাধারণ পরিষদের সভা

১৩.১ প্রতি দুই বছরে সাধারণ পরিষদের নূন্যতম একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে ৪ (চার) বছরে কমপক্ষে ২টি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৩.২ বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি বছরের অন্যান্য সময়ে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

১৩.৩ সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ সভার কোরাম।

১৪.১ সাধারন সভার কোরাম বলিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ সভার নোটিশ।

ক) ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) জরুরী প্রয়োজনে বা গুরুত্বপূর্ণ কোন কারণে/সাধারণ পরিষদ সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত আবেদনের আলোকে এ সভা যে কোন সময় ডাকা হইবে। সেক্ষেত্রে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৬ ঃ সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ বাতিল

ক) যদি তিনি ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হন।

খ) যদি তিনি ফেডারেশন কর্তৃক শৃঙ্খলামূলক বিষয়ে দন্ডিত হইয়া বহিষ্কৃত হন।

গ) বাংলাদেশ নাগরিকত্ব বাতিল হইলে।

ঘ) কোন সদস্য পদত্যাগ করিলে।

ঙ) উন্মাদ/ মস্তিষ্ক বিকৃতি হইলে।

চ) নিম্নে বর্ণিত ক্রীড়া সংগঠনের সদস্য হইলে যেমন- কারাতে, জুডো, তায়কোয়ানডো, কিক্‌বক্সিং, ভবিনাম, জুজুৎসু, বাশাআপ, মিক্স মার্শাল আর্ট, কুশু, ময়ে থাই প্রভৃতিসহ যে কোন মার্শাল আট সংগঠনের সদস্য হইলে।

অনুচ্ছেদ ১৭ ঃ নির্বাহী পরিষদ

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ ২৭ (সাতাশ) সদস্য বিশিষ্ট কর্মকর্তা/সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে।

১৭.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন।

ক) সভাপতি	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত/মনোনীত)
খ) সিনিয়র সহ-সভাপতি	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত)
গ) সহ-সভাপতি	ঃ	০৪ জন (নির্বাচিত)
ঘ) সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত)
ঙ) যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	০২ জন (নির্বাচিত)
চ) কোষাধ্যক্ষ	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত)
ছ) সদস্য	ঃ	১৫ জন (নির্বাচিত)
জ) সদস্য	ঃ	০২ জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনিত)

১৭.১.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নীতিমালা অনুযায়ী সভাপতি মনোনীত/নির্বাচিত হইবেন।

১৭.১.৩ সভাপতি ব্যতিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অপরাপর সব কর্মকর্তা ও সদস্য সাধারণ পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

১৭.১.৪ উশু ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের ২টি পদ নারী সদস্যদের জন্য নির্বাচন সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকিবে।

১৭.১.৫ বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক অবশ্যই উশু বিষেয় টেকনিক্যাল হতে হবে।

১৭.১.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে উক্ত পদ পূরণ করিতে পারিবে। তবে তা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

১৭.১.৭ নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে অত্র ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন

১৭.১.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সেক্ষেত্রে সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে একটি এডহক কমিটি তিন মাস সময়সীমার জন্য গঠন করিবে এবং নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সময়সীমা

১৮.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ফেডারেশনের নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে ৪ (চার) বছর।

অনুচ্ছেদ ১৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৯.১ প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, টেকনিক্যাল বিষয়াদি সম্পন্ন, বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয় নির্ধারণ, অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে ফেডারেশনকে সাহায্য সহযোগিতা করিবে।

অনুচ্ছেদ ২০ ঃ নির্বাহী কমিটির সভা ও ফোরাম

২০.১ ফেডারেশনের ৩ ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হইবেঃ

ক) **সভাঃ** সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক ৭ (সাত) দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিতে পারিবেন।

খ) **জরুরী সভাঃ** ২৪ ঘন্টা নোটিশে সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক এ সভা আহবান করা যাইবে।

গ) **তলবী সভাঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সভাপতি তলবী সভা আহবান করিবেন। আবেদনের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু এ সভায় আলোচনা হইবে না।

ঘ) **মূলতবী ও স্থগিত সভাঃ** যদি কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সভা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না হয় তাহলে উক্ত সভা পরবর্তী যে কোন দিন করা যাইবে, তবে এ মূলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ঙ) **কোরামঃ** সভায় কোরাম বলিতে এক তৃতিয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ২১ ঃ নির্বাহী পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহন

২১.১ নতুন কার্যকরী পরিষদ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্বভার গ্রহণে জটিলতার দেখা দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৬তম দিন হতে দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ২২ ঃ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২২.১ সভাপতি

ক) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসেবে গণ্য হইবেন।

খ) ফেডারেশনের প্রধান হিসেবে ফেডারেশনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ) ফেডারেশনের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

ঘ) ফেডারেশনের কোন সিদ্ধান্ত পক্ষে-বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি তার সিদ্ধান্তমূলক ভোট দিতে পারিবেন।

ঙ) জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে প্রয়োজন হইলে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত নিবেন। যা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উত্থাপন ও অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

চ) প্রয়োজনবোধে তাঁহার কাজের আংশিক দায়িত্ব সহ-সভাপতিকে দিতে পারিবেন।

ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূণ্য হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করিতে পারিবেন। তবে তাঁহাকে অবশ্যই সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে হইবে।

২২.২ সিনিয়র সহ-সভাপতি

সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

BWUF

২২.৩ সহ-সভাপতি

ক) সভাপতি এবং সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে সহ-সভাপতিগণ সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। দায়িত্ব পালনকাল তিন মাসের উর্ধ্বে হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করিতে হইবে।

২২.৪ সাধারণ সম্পাদক

ক) সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ পরিষদের সভা ও নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান এবং এর কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন; উক্ত কার্যবিবরণী তিনি পরবর্তী সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা করিবেন।

খ) ফেডারেশনের সকল দলিলপত্রাদি, রেকর্ড এবং সম্পদের দায়-দায়িত্বের নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

গ) ফেডারেশনের পক্ষে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

ঘ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল কার্য সমাধান করিবেন।

ঙ) প্রয়োজনীয় খরচ মিটানোর জন্য তিনি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ইমপ্রেষ্টমানি হাতে রাখিতে পারিবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করিবেন।

চ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত সকল উপ-কমিটির পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।

ছ) মাসিক কার্যবিবরণী তৈরী/সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরবর্তী সভায় পেশ করিবেন।

২২.৫ যুগ্ম-সম্পাদক

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২.৬ কোষাধ্যক্ষ

ক) ফেডারেশনের যাবতীয় অর্থ গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত অর্থ ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ফেডারেশনের ব্যাংক একাউন্টে জমা করিবেন।

খ) ফেডারেশনের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

গ) প্রতি বৎসরের বাজেট তৈরী করিয়া নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

২২.৭ সদস্য

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২৩ ঃ বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন

২৩.১ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের সকল প্রকার প্রশিক্ষণ/ প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন করিবেন। এছাড়াও তাদের কার্য পরিধি সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

অনুচ্ছেদ ২৪ ঃ বাংলাদেশে উশু, কুংফু, উইং চুন ও লায়ন ড্রাগন খেলার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম।

২৪.১ সাংগঠনিক কমিটি।

২৪.২ বাংলাদেশ উশু নারী উন্নয়ন কমিটি।

২৪.৩ ক্লাব পরিচালনা কমিটি।

২৪.৪ বাংলাদেশ ট্রেডিশনাল উশু এসোসিয়েশন।

২৪.৫ বাংলাদেশ কুংফু এসোসিয়েশন।

২৪.৬ বাংলাদেশ উইং চুন এসোসিয়েশন।

২৪.৭ বাংলাদেশ লায়ন ড্রাগন এসোসিয়েশন।

২৪.৮ বাংলাদেশ প্রশিক্ষক এসাসিয়েশন।

বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন BWUF

২৪.৯ বাংলাদেশ রেফারী এসোসিয়েশন।

২৪.১০ বাংলাদেশ উশু খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি।

২৪.১১ জেলা উশু এসোসিয়েশন।

২৪.১২ উপজেলা উশু এসোসিয়েশন।

অনুচ্ছেদ ২৫ ঃ নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূন্য ও বাতিল

২৫.১ শূন্য হওয়ার কারণ

ক) মৃত্যুবরণ করিলে।

খ) পদত্যাগ করিলে।

গ) নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ বাতিল করিলে।

ঘ) উন্মাদ/ মস্তিষ্ক বিকৃতি হইলে।

ঙ) ফৌজদারী দন্ডবিধিতে দন্ডিত হইলে।

চ) কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত ফেডোরেশন সভায় নিয়মিত পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে।

অনুচ্ছেদ ২৬ ঃ শূন্য পদ পূরণ/পুনঃ প্রাপ্তি

২৬.১ কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইলে সংযুক্ত ব্যক্তির আবেদনে নির্বাহী কমিটির সভায় সর্বসম্মত অনুমোদনের পর উক্ত পদে পূর্ণবহাল করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ২৭ ঃ অর্থ বৎসর

২৭.১ আর্থিক বছর বলতে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ২৮ ঃ তহবিল সংগ্রহ

ক) সরকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অনুদান/ আন্তর্জাতিক সংস্থা, পৃষ্ঠপোষক হইতে প্রাপ্ত দান/ চাঁদা/ খেলার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ/ বিজ্ঞাপন, এফিলিয়েশন ফি, পরীক্ষার ফি, নবায়ন ফি, টিম এন্ট্রি ফি, খেলোয়াড় ভর্তি ফি ও রেজিষ্ট্রেশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ফেডারেশনের তহবিল হিসাবে গণ্য করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ২৯ ঃ তহবিল পরিচালনা

২৯.১ ফেডারেশনের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল অর্থ বাংলাদেশের যে কোন সরকারি, আধা-সরকারি/অনুমোদিত ব্যাংকে জমা করা যাইবে।

২৯.২ ব্যাংক হইতে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক এবং সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে যে কোন একজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩০ ঃ ফেডারেশনের হিসাব নিরীক্ষা ও কার্যক্রমের বিবরণ

৩০.১ প্রতি বছর ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদকের সহায়তায় ফেডারেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাৎসরিক আয় ব্যয়ের একটি হিসাব আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন। অনুমোদনের পর দেশের রেজিষ্ট্রার্ড চাটার্ড একাউনটেন্ট কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে।

অনুচ্ছেদ ৩১ ঃ খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল

৩১.১ ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ সদস্য/ নির্বাহী সদস্য/ বিশিষ্ট ব্যক্তি/ খেলোয়াড়/ সরকারি, আধা সরকারি সংস্থার দান/ চাঁদা/ বিজ্ঞাপন বাবদ আয় দ্বারা একটি খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে। এ অর্থ দুঃস্থ, মেধাবী, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ খেলোয়াড়দের কল্যাণে ব্যয় করা হইবে। খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালিত করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ৩২ ঃ খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন

ক) সকল এফিলিয়েটেড সংস্থা/ এসোসিয়েশনকে নির্ধারিত ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রতি বছর ৩০ শে জুনের মধ্যে উশু ফেডারেশনে প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় তিনি/প্রতিষ্ঠান কোন কার্যক্রম/নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

খ) সার্ভিসেস ক্রীড়া সংস্থা সমূহ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বিজেএমসি, বাংলাদেশ জেল, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর খেলোয়াড়গণ কেবল স্ব স্ব সংস্থায় কর্মরত খেলোয়াড়দের উপর ঐ সংস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রন বজায় থাকিবে।

গ) যে কোন উশু খেলোয়াড়ের জন্য নিজ নিজ সংস্থা কর্তৃক ফেডারেশনে পৃথক পৃথক ভাবে রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে। খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন ফি হবে ১০০/- (একশত) টাকা।

ঘ) কোন উশু খেলোয়াড় অন্য কোন মার্শাল আট যেমন কারাতে, তায়কোয়ানডো, কিকবক্সিং, ভবিনাম, জুজুৎসু, বাশাআপ, মিক্স মার্শাল আর্ট ও মুয়ে থাই, কুশু প্রভৃতিসহ যে কোন মার্শাল আট খেলার সাথে তাহার কোন সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবে না। এরূপ খেলোয়াড়/সংস্থার বিরুদ্ধে ফেডারেশন যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারিবে।

ঙ) রেজিষ্ট্রিকৃত খেলোয়াড়/প্রতিষ্ঠানকে উশু,কুংফু ও উইং চুন মার্শাল আর্ট বা লায়ন ড্রাগন খেলার নিয়ম-কানুন মানিয়া চলার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকিতে হইবে।

চ) ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্য/ক্লাব/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বিদেশ সফরের পূর্বে দলের পূর্ণ তালিকা, জীবন বৃত্তান্ত/ছবি ফেডারেশনে ১ (এক) মাস পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে। এ ব্যাপারে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নিতে হইবে।

ছ) ফেডারেশন কর্তৃক গঠিত কমিটি বিদেশ সফর/প্রতিযোগিতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করিবে।

জ) ফেডারেশনের কোন কর্মকর্তা যে কোন কারণে বিদেশ সফর/প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ শেষে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কর্মকর্তা/ দলনেতাকে একটি রিপোর্ট নির্বাহী কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

ঝ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, জাতীয় দলে/ প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত খেলোয়াড়দের বিদেশ সফর/ প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য উশু ফেডারেশন ও দেশের স্বার্থে ছাড়পত্র দিতে বাধ্য থাকিবে।

ঞ) দলের কর্মকর্তা/খেলোয়াড় ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক চুড়ান্ত করা হইবে।

ট) কোন সংস্থা/এসোসিয়েশন অথবা সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার পর যদি কোন ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ/ দলে যোগদান করিতে বিরত থাকে তাহা হইলে ফেডারেশনের নির্বাহী পরিষদ তাহার/ দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঠ) আন্তর্জাতিক উশু ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের বিধি, উপ-বিধি মোতাবেক ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩৩ ঃ বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জী

৩৩.১ ফেডারেশনের আর্থিক বছর শুরুতে বছরের ক্রীড়া কার্যক্রম, দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা উন্নয়নের উপর একটি ক্রীড়াপঞ্জি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রেরণ/বাস্তবায়ন করিবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪ ঃ সিদ্ধান্ত/শাস্তি/আরবিট্রেশন

ক) কোন ঘটনা বিধি বা নিয়মকানুন বা সমস্যাদি যদি গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকে তাহলে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে উহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

খ) উশু ফেডারেশনের কোচ, রেফারী ও অন্যান্য কর্মকর্তা/দল ফেডারেশনের বিনা অনুমতিতে দেশ/বিদেশে কোন কার্যক্রম চালাইতে পারিবে না।

গ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক উশু ফেডারেশনের অনুমোদন ও স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের অনুমতি ছাড়া উশু, ট্রেডিশনাল উশু, কুংফু, উইং চুন ও লায়ন ড্রাগন খেলার প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করিতে পারিবেন না।

ঘ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অব্যাহতি পাওয়া ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন সংস্থা হইতে সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না।

ঙ) বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের অধীনস্থ ক্লাব/সমিতি/জেলা ও সংস্থা সমূহের যে কোন খেলোয়াড়/কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কোন প্রতিবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদে উপস্থাপিত হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিষয়টি পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনবোধে ঐ খেলোয়াড়/কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

চ) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী যে কোন কর্মকর্তা/খোলোয়াড়/সমর্থক খেলা চলাকালীন ও পরে অথবা পূর্বে ফেডারেশনের কর্মকর্তা/সদস্যকে অপমান-অপদস্থ, গাল-মন্দ, দলাদলি অথবা অসদাচরণ করিয়া থাকে তাহা হইলে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় কার্যনির্বাহী পরিষদ অপরাধী/সংস্থা/ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ছ) বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল নিবন্ধনকৃত সংস্থার খেলোয়াড়/প্রশিক্ষক/রেফারী/সমর্থক/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের দ্বরনাপন্ন না হইয়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে গঠিত আরবিট্রেশন বোর্ডের মাধ্যমে মীমাংসা করিবে। এক্ষেত্রে ফেডারেশনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব/পরিচালক (ক্রীড়া) সমন্বয়ে একটি আরবিট্রেশন বোর্ড গঠিত হইবে। বিতর্কিত বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না। দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় এ ধরণের অধিকার থাকিলেও উশুর স্বার্থে উক্ত ব্যক্তি/সংগঠন সেই অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩৫ ঃ টেকনিক্যাল কমিটি

৩৫.১ বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের মাধ্যমে উশু বিশেষজ্ঞগণের মধ্য হইতে সর্বোচ্চ ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হইবেঃ

চেয়ারম্যান	ঃ ০১ (এক) জন
ভাইস চেয়ারম্যান	ঃ ০২ (দুই) জন
সদস্য সচিব	ঃ ০১ (এক) জন
সদস্য	ঃ ০৭ (সাত) জন

অনুচ্ছেদ ৩৬ ঃ টেকনিক্যাল কমিটির কর্মপরিধিঃ

ক) ফেডারেশনের সকল প্রকার প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সহযোগিতা করা।

খ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সিলেবাস প্রণয়ন এবং অনুমোদনের জন্য নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ।

গ) সিলেবাস পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সংশোধন করার জন্য নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ করা।

ঘ) সকল পর্যায়ের খেলার মান উন্নয়নের সুপারিশের জন্য নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ করা।

ঙ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল কার্যে ট্রেনিং কমিটিকে সহায়তা করা।

চ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত অর্গানাইজিং কমিটির নিকট প্রতিযোগিতার সার্বিক বিষয়ে সুপারিশ উপস্থাপন ও অনুমোদন গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।

জ) টেকনিক্যাল কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করিলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা কোন কারনে অযোগ্য ঘোষিত হইলে, যে কোন কারণেই হোক পদ পূরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শুধুমাত্র উশু বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে নিয়োগ প্রস্তাব করা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য প্রেরণ করা।

ঝ) ফেডারেশনের সকল প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ ও পদোন্নতি দানের সিদ্ধান্ত প্রদানের সুপারিশ করা।

ঞ) টেকনিক্যাল কমিটির কোন কমকর্তা দায়িত্বে অবহেলা বা কমিটির সভায় পরপর তিনবার অনুপস্থিত থাকিলে

ট) এফিলিয়েটেড সংস্থা/ক্লাব সমূহের সিলেবাস সহ যে কোন বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষা ও ফলাফল টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রতি স্বাক্ষরিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩৭ ঃ ট্রেনিং কমিটি

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সিনিয়র উশু প্রশিক্ষকদের লইয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রেনিং কমিটি গঠন করিবে।

চেয়ারম্যান	ঃ ০১ (এক) জন।
ভাইস চেয়ারম্যান	ঃ ০২ (দুই) জন
সদস্য-সচিব	ঃ ০১ (এক) জন।
সদস্য	ঃ ০৩ (তিন) জন।

অনুচ্ছেদ ৩৮ ঃ ট্রেনিং কমিটির কর্মপরিধি

ক) জাতীয় উশু দল সহ ফেডারেশনের সকল প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

খ) সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কমিটিকে সহযোগিতা করা।

গ) জাতীয় উশু দল গঠনে সহযোগিতা করা।

ঘ) ট্রেনিং কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করিলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা কোন কারনে অযোগ্য ঘোষিত হইলে যে কোন কারণেই হোক পদ পূরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতের ভিত্তিতে পদ পূরণ করা।

ঙ) ট্রেনিং কমিটির কোন কর্মকর্তা দায়িত্বে অবহেলা বা কমিটির সভায় পরপর তিনবার অনুপস্থিত থাকিলে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক তাহার সদস্যপদ বাতিল করা।

অনুচ্ছেদ ৩৯ ঃ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি

ক) ফেডারেশনের একজন চীফ ইন্সট্রাক্টর বা প্রধান প্রশিক্ষক থাকিবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ট্রেনিং কমিটির তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পরিচালনা করিবেন।

খ) ফেডারেশনের কোচ, রেফারী সংক্রান্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সুপারিশের প্রয়োজন হইবে।

অনুচ্ছেদ ৪০ ঃ উপদেষ্টা পরিষদ

৪০.১ জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক/পৃষ্ঠপোষক এবং দানশীল ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কার্যনির্বাহী পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে।

অনুচ্ছেদ ৪১ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন/ব্যাখ্যা

৪১.১ বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা প্রয়োজনে সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার জন্য নির্বাহী পরিষদের সভায় সংশোধনী উপস্থাপন ও অনুমোদনের পর বার্ষিক সাধারণ সভার সকল সদস্যকে সাধারণ পরিষদ সভার অন্তত ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশের মাধ্যমে প্রেরণ করা হইবে। সাধারণ পরিষদ সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ভোটে পাস হওয়ার পর উহা গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশ করা হইবে। অত্র গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এই মতানৈক্য নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

৪১.২ এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে পূর্বের গঠনতন্ত্র বিলুপ্ত ও অকার্যকর হিসেবে বিবেচিত হইবে।

সমাপ্ত